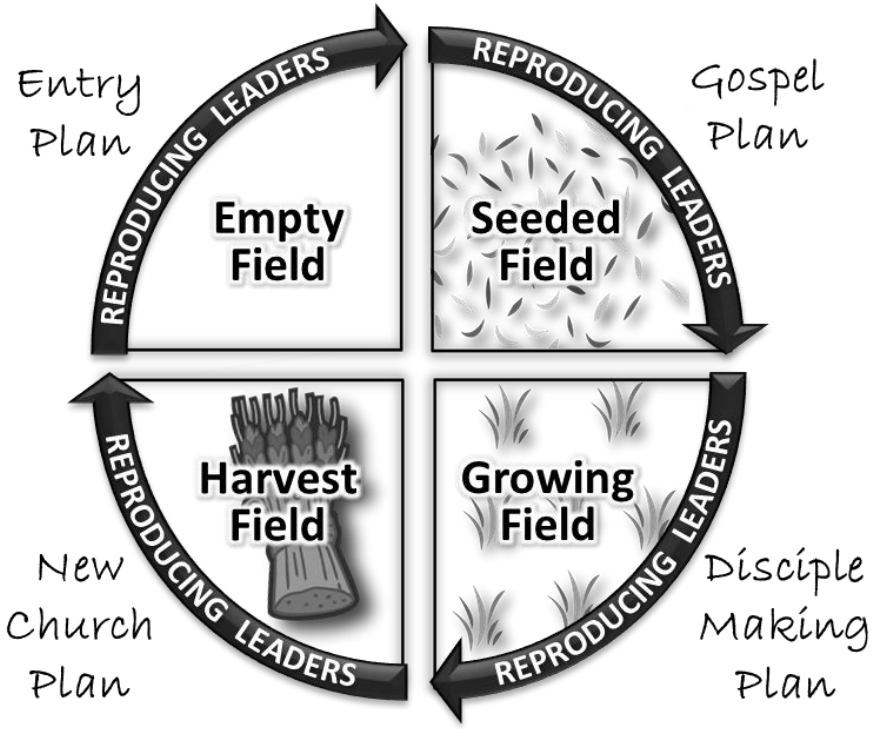
রাজত্ব বিস্তারের মূল নীতি

মার্ক ৪: ২৬-২৯



ভূমিকা

ঈশ্বরের রাজত্বের জন্য তাঁর লক্ষ্য কি?
তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

<u>হাবাকুক ২:১৪</u> তখন প্রভুর মহিমার কথা সব জায়গার লোকরা জানতে পারবে। সমুদ্র থেকে জল যেমন ছড়িয়ে যায় সেই রকম ভাবে এই খবরটাও চারিদিক ছড়িয়ে যাবে।

<u>মথি ২৪ :১৪</u> আর রাজ্যের (স্বর্গ) এইসুসমাচার জগতের সর্বত্র প্রচার করা হবে। সমস্ত জাতির কাছে তা সাক্ষ্যরূপে প্রচারিত হবে, আর তারপরই উপস্থিত হবে সেই সময়।

<u>প্রত্যাদেশ ৭:৯-১০</u> এরপর আমি দেখলাম প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক বংশের এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর ও ভাষার অগণিত লোক সেই সিংহাসন ও মেষশাবকের সামনে এসে তারা দাঁড়িয়েছে। তাদের পরণে শুভ্র পোশাক এবং হাতে খেজুর পাতা। তারা সকলে চিত্কার করে বলছে, 'যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, এই জয় সেই ঈশ্বরের ও মেষশাবকের দান।'

কে? প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক বংশ এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী ও ভাষা
কতজন? অগণিত লোক
কি করছে? উপাসনা করছে।

যীশুখ্রীষ্ট তাঁর এই লক্ষ্যপূরণের জন্য আমাদের আদেশ করেন।

<u>মথি ২৮:১৮-২০</u> তখন যীশু কাছে এসে তাদের বললেন, 'স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। তাই তোমরা যাও, তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যেসব আদেশ দিয়েছি, সেসব তাদের পালন করতে শেখাও আর দেখ যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি সর্বদাইতোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।'

- **যীশুখ্রীষ্ট কাকে আদেশ দেন? সমস্ত শিষ্যদের**
- **কি তার আদেশ? সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর**
- **কিভাবে আমরা শিষ্য বানাবো? ধর্মগ্রন্থে পরিষ্কার বলা আছে যে আমাদের যীশুখ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে হবে, শিষ্য বানাতে হবে, তাদের ঈশ্বরের বাণী মেনে চলতে শেখাতে হবে, নতুন নতুন চার্চের ছাতার নীচে তাদের একত্রিত করতে হবে, আর সেই সমস্ত চার্চের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য সক্রিয় হতে হবে।**

এই হল প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কিকরে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হয়।

ঈশ্বরের শস্যক্ষেতে আমরা ক্ষেতমজুরের ভূমিকা পালন করব।

মার্ক ৪:২৬-২৯ তিনি আরো বললেন, 'ঈশ্বরের রাজ্য এইরকম, একজন লোক জমিতে বীজ ছড়াল। পরে সে দিন রাত ঘুমিয়ে জেগে উঠল; ইতিমধ্যে ঐ বীজ থেকে অঙ্কুর হল ও বাড়তে লাগল; কেমন করে বাড়ছে সে তা জানল না। জমিতে নিজে থেকে চারা গাছ বড় হতে লাগল। প্রথমে অঙ্কুর, তারপর শীষ এবং শীষের মধ্যে সম্পূর্ণ শস্য দানা হল। সেই ফসল পাকলে পরে সে সাথে সাথে কাস্তে লাগাল কারণ ফসল কাটার সময় হয়েছে।'

এইখানে এবং বাইবেলের অন্যান্য অংশে, যীশুখ্রীষ্ট তার রাজত্বে কার্যরত ব্যক্তিকে নিজের শস্যক্ষেতে কর্মরত কৃষকের সাথে তুলনা করেছেন। ঈশ্বরের রাজত্বের লক্ষ্যপূরণের জন্য আমাদের স্বয়ং ঈশ্বরের কৃষিক্ষেত্রে ক্ষেতমজুরের ভূমিকা নিতে হবে।

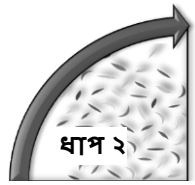
- **কিভাবে ধান/ভুট্টার চাষ করতে হয় জানা থাকলে হাত তুলুন?**
- **জমিতে ধান বুনতে কোথায় শিখেছেন?**
- **তার জন্য কি আপনার স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রয়োজন?**
- **আপনি কিভাবে শিখেছেন?**
- **আমায় শেখাতে পারবেন কিভাবে?**
- **[ছাত্রছাত্রী বা অংশগ্রহণকারীদের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।]**

এবার গির্জার বিস্তারের ক্ষেত্রেও এই একই চাষের পদ্ধতির উদাহরণ কাজে লাগান।

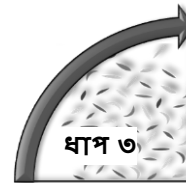
- **ধান বা ভুট্টা বুনতে গেলে সবচেয়ে আগে আপনি কি করেন?**
- **[সরল ভাবে ছবি এঁকে এক থেকে চার নম্বর ধাপ দেখান, তার পর পাঁচ, তারপর আবার শুরু করুন]**



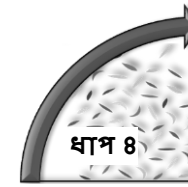
প্রথমে, একটা জমি বাছা



তারপর কি? বীজ বপণ

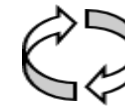


তারপর কি? বীজের বৃদ্ধি



তারপর কি? ফসল ঘরে তোলা

তারপর কি? ধাপ ৫: জননেতাদের প্রস্তুত করা - আবার নতুন করে শুরু করা।



ঈশ্বরের রাজত্বে কাজ করাটা অনেকটা ধান বোনার মত।

- ঈশ্বরের রাজত্ব কাজ করার জন্য আমাদের কোন বাইবেলের ডিগ্রী লাগে না।

<u>শিষ্যচরিত ৪:১৩</u> পিতর ও যোহনের নির্ভীকতা দেখে ও তাঁরা যে লেখাপড়া না জানা সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পেরে পর্ষদ আশ্চর্য হয়ে গেল। তখন তারা বুঝতে পারল যে পিতর ও যোহন যীশুর সঙ্গে ছিলেন।

- এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিতর আর যোহন কে।
- তাদের যোগ্যতা কি?
- তাদের কি যোগ্যতা দরকার?

<u>যোহন ১৫:৫</u> 'আমিই আঙ্গুরলতা, আর তোমরা শাখা। যে আমাতে সংযুক্ত থাকে সে প্রচুর ফলে ফলবান হয়, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না।

<u>যোহন ১৫:১-১০</u> এ আমরা দেখতে পাই যে ফসল ফলানোর একমাত্র যোগ্যতা হল যীশুখ্রীষ্টের প্রেমে বিশ্বাস রাখা।

নতুন গির্জা বিস্তারেও কৃষিকাজের মতই কিছু ধাপ আছে

- ১ নম্বর ধাপ: যারা নাগালের বাইরে তাদের জন্য উপাসনা করুন
- ২ নম্বর ধাপ: প্রভুর বাণী প্রচার করুন
- ৩ নম্বর ধাপ: শিষ্য তৈরী করুন
- ৪ নম্বর ধাপ: গির্জা শুরু করুন
- ৫ নম্বর ধাপ: নেতা তৈরী করুন

আমরা যদি এগুলো করতে পারি, তাহলেই আমরা ঈশ্বরের রাজত্ব নির্মাণে অংশ নেব এবং ঈশ্বরের লক্ষ্য পূরণ করতে পারব। একজন ক্ষেত মজুর তাকিয়ে থাকে ফসলের দিকে। যীশুখ্রীষ্ট বলছেন যে আস্থাবান ভক্তরা ঠিক ফল পাবেন। আমরা রাজত্বনির্মাণে অংশ নিতে চাই।

কর্তব্যমূলক পদক্ষেপঃ
১) আপনি কি ঈশ্বরের রাজত্বে ক্ষেতমজুর হতে চান?
২) আপনার গ্রামে, আপনার শহরে, আপনার রাজ্যে, এবং আপনার দেশে, কিভাবে আপনি ঈশ্বরের ফসল দেখতে পাবেন? (১৯-২২ পৃষ্ঠায় নোটের জন্য খালি জায়গা রাখা আছে)

পর্যালোচনা: ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি? <u>মথি ২৪ :১৪, প্রত্যাদেশ ৭:৯-১০</u>
প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক বংশ এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী ও ভাষার অগণিত লোক তাঁর উপাসনা করছে।



<u>১ নম্বর ধাপ: উপাসনার দ্বারা জমি তৈরী করুন</u>
প্রথমেই ক্ষেতমজুরের যা চাই তা হল বীজ বপণের জন্য জমি। এখানে, খালি জমি হল সেই সমস্ত মানুষ যারা এখনো ধর্মের বাণী শোনেনি।

জমিতে প্রবেশ করার পর আমাদের প্রথম কাজ হল নিজেদের ঘরসংসার বানানো। ("oikos" এই গ্রীক শব্দটির অর্থ হল ঘরসংসার)

<u>কাহিনীঃ শিষ্যচরিত ১০:৯-৩৩</u> - কর্ণীলিয়াসের তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারবর্গকে ঈশ্বরের বাণী শোনার আহবান জানান। (বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারবর্গও "oikos" শব্দটির অন্তর্ভুক্ত)।

ঈশ্বর চান যাতে আপনার পরিবারবর্গ উদ্ধার পায়। এই কারণেই আমরা নিজের বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারবর্গ দিয়েই এই ফসল তোলার প্রক্রিয়া শুরু করি।

একটি নতুন ফসল ফলানোর জমি খুঁজে বার করার পর আমরা শান্তির পাত্রের জন্য উপাসনা করি, যিনি আমাদের এবং আমাদের বক্তব্যকে স্বাগত জানাবেন।

<u>কাহিনীঃ লুক ১০:১-১২</u> -শান্তির পাত্র

শান্তির পাত্র মানে কি? তারা যারা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করেন।

এই শান্তির পাত্রর সন্ধান পেলে আমরা তার মাধ্যমে তার oikos, (বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারবর্গের নাগাল পাবার চেষ্টা চালাব।

যে জমিটিকে ফসলের জন্য তৈরী করছি সেটি নিয়ে আমরা কি করব?
আমরা জমিটিতে হাল চষব। ঈশ্বরের সহকর্মীরা উপাসনার মাধ্যমে জমি চাষ করেন। উপাসনাই কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা আমাদের ফসল ফলানোর জমিতে একজন শান্তির পাত্রের উপস্থিতি কামনা করে ঈশ্বরের কাছে উপাসনা করব।

কর্তব্যমূলক পদক্ষেপঃ [১৯-২২ পৃষ্ঠায় নোটের জন্য রাখা খালি জায়গায় লিখুন]
১) দশ জনের নাম লিখুন যাদের ঈশ্বরের বাণী শোনা প্রয়োজন।
২) এমন তিনটি জায়গার নাম লিখুন যেখানে ঈশ্বরের বাণীর কোন সাক্ষী নেই।
৩) এমন দুজনের নাম লিখুন যারা আপনার সাথে এই কাজে যোগ দিয়ে নিজেরা উন্নত হবে।
৪) আপনার এই তালিকায় উল্লেখিত জায়গাগুলির মানুষজনদের নিয়ে উপাসনায় নেতৃত্ব দিন।

পর্যালোচনা: ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি? oikos কি?
নতুন জায়গায় আমরা কি ধরনের লোকের সন্ধান করব?



<u>২ নম্বর ধাপ: ঈশ্বরের বাণী প্রচার করুন</u>
একবার তৈরী জমি পেয়ে গেলে, ক্ষেতমজুর কি করবে? বীজ বুনবে > প্রচার করবে
কার ধর্ম প্রচার অধিকার রয়েছে?

অনুশীলনী:

- **সবচেয়ে বড় ভারতীয় ধর্মপ্রচারক কে?**
- **তার যোগ্যতা কি?**

লিঙ্গ? শিক্ষা? সামাজিক মর্যাদা? কতদিন যাবৎ খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী?

<u>কাহিনীঃ যোহন ৪:১-৪২</u> শমরীয় স্ত্রীলোক [গল্পটি সংক্ষেপে বলতে হবে]

যোহন ৪ এ ধর্মপ্রচারক কে? শমরীয় স্ত্রীলোক
তার কি কি যোগ্যতা ছিল? কিচ্ছু না
ঈশ্বরের রাজ্যে কাজ করার যোগ্যতা কার কার আছে? প্রতিটি আস্তিক ব্যক্তির।

কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাণীর প্রচার করব?

আমরা যেখানেই যাই না কেন সাথে আমাদের পা দুটো থাকেই। একই ভাবে, যেখানেই যাই না কেন, দুটো জিনিস আমরা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি।

আমাদের দুটি পাঃ আমার নিজের প্রামাণিক বিবৃতি এবং যীশুখ্রীষ্টের প্রামাণিক বিবৃতি

আমার নিজের প্রামাণিক বিবৃতি

১) যীশুখ্রীষ্টকে পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করার আগের জীবন।
২) অনুশোচনার মধ্যে দিয়ে ঘুরে দাড়ানো এবং যীশুখ্রীষ্টকে গ্রহণ করা।
৩) যীশুখ্রীষ্টকে গ্রহণ করার পরবর্তী জীবন।
পথপ্রদর্শক যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আমার কি পরিণতি হত?

কর্তব্যমূলক পদক্ষেপঃ

১) কোন একজন সঙ্গীর সাথে নিজের প্রামাণিক বিবৃতি বলা অনুশীলন করুন। (৫-১০ মিনিট)
২) কোন একজন সঙ্গীর সাথে যীশুখ্রীষ্টের প্রামাণিক বিবৃতি বলা অনুশীলন করার সময় ৬ থেকে ৮ পাতায় বিবৃত ১-৩ এর উদাহরণ গুলি কাজে লাগান। (যে কোন একটি বেছে নিন)

উদাহরণ ১: রোমীয় পথ

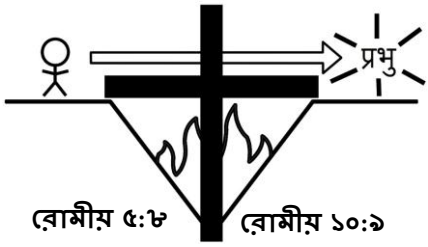
রোমীয় ৩:২৩ প্রভু বলছেন, সকলেই পাপ করেছে এবং প্রভুর মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মানুষ প্রভুর আদেশ মানেনি। এটাই পাপ। এই কারণেই আমাদের সাথে প্রভুর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। পাপের কারণেই মানুষকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে এবং প্রয়োজনে নরকে যেতে হবে।
(জিজ্ঞাসা করুন পাপের অর্থ কি? এই নিয়ে আলোচনা করুন।)

রোমীয় ৬:২৩ প্রভু বলছেন, কারণ পাপ যে মজুরি দেয়, সেই মজুরি হল মৃত্যু। কিন্তু প্রভু অনুগ্রহ করে যা দান করেন সেই দান হল আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন। প্রভু আমাদের ভালবাসেন। তাই আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবার জন্যই তিনি তাঁর নিজের পুত্রকে বলিপ্রদান করেন।



রোমীয় ৫:৮ প্রভু বলছেন, কিন্তু আমরা যখন পাপী ছিলাম খ্রীষ্ট তখনও আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন; আর এইভাবে ঈশ্বর দেখালেন যে তিনি আমাদের ভালবাসেন। প্রভু যীশু আমাদের পাপের কারণে ক্রুশে নিজের প্রাণ দিলেন। এই ভাবে তিনি নিখুঁতভাবে পাপের শাস্তি গ্রহণ করলেন। দায়টা তিনি নিজের মাথায় নিলেন।

রোমীয় ১০:৯ প্রভু বলছেন, তুমি যদি নিজ মুখে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর, এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে ঈশ্বরই তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন তাহলে উদ্ধার পাবে। তৃতীয় দিনে, যীশুখ্রীষ্ট উত্থিত হয়ে স্বর্গে গমন করেন। তাঁর এই মৃত্যু এবং তাঁর পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক তৈরী হয়। [সদাপ্রভুর এর অর্থ জিজ্ঞাসা করুন। আলোচনা করুন।]



উদাহরণ ১: “রোমীয় পথ” ব্যবহার করে একটি কাহিনী বলুন।

১) প্রথমে, প্রভুই সবকিছু সৃষ্টি করেন। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেন এবং সব কিছু ভালই চলছিল। প্রভু এবং মানুষের সম্পর্কও খুব ভাল ছিল।

২) মানুষ প্রভু আদেশ অমান্য করল। এটা পাপ।

পাপ কি? নিজের মনে, কাজে, বা মুখের কথায় *অন্যায় করা* হল পাপ।
প্রভু বলছেন, “সকলেই পাপ করেছে এবং প্রভুর মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।” (রোমীয় ৩:২৩)। এই কারণেই আমাদের সাথে প্রভুর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। পাপের কারণেই মানুষকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে এবং নরকে যেতে হবে।

প্রভু এও বলছেন, “কারণ পাপ যে মজুরি দেয়, সেই মজুরি হল মৃত্যু। কিন্তু প্রভু অনুগ্রহ করে যা দান করেন সেই দান হল আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।” রোমীয় ৬:২৩

৩) আমাদের পাপস্খালনের জন্য কিছু বিসর্জন দেওয়া প্রয়োজন। প্রভু আমাদের ভালবাসেন। তাই আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবার জন্যই তিনি তাঁর নিজের পুত্রকে বলিপ্রদান করেন। তিনি হলেই ঈশ্বরের ছাগ, যিনি সমগ্র পৃথিবীর পাপ ক্ষমা করে দিলেন।

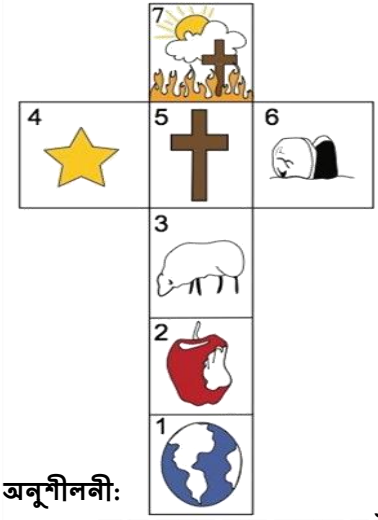
৪) প্রভু যীশু আমাদের পাপের কারণে ক্রুশে নিজের প্রাণ দিলেন। তিনি ছিল ত্রুটিহীন বলি। করলেন। পাপ তিনি করেননি। তাও তিনিই তার শাস্তি গ্রহণ করলেন। দায়টা তিনি নিজের মাথায় নিলেন।

রোমীয় ৫:৮ বলছে, “কিন্তু আমরা যখন পাপী ছিলাম খ্রীষ্ট তখনও আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন।”

৫) তৃতীয় দিনে, যীশুখ্রীষ্ট উত্থিত হলেন। নিজের শিষ্যদের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি স্বর্গে গমন করেন। তাঁর এই মৃত্যু এবং তাঁর পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক তৈরী হয়।
রোমীয় ১০:৯ বলছে, “তুমি যদি নিজ মুখে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর, এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে ঈশ্বরই তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন তাহলে উদ্ধার পাবে।” বাইবেল অনুযায়ী যীশুখ্রীষ্ট হলেন সদাপ্রভু। কিন্তু তার অর্থ কি? এর অর্থ হল, একমাত্র যীশুখ্রীষ্টতেই আপনি আস্থা রাখবেন। এর অর্থ হল, আমাদের যীশুখ্রীষ্টকেই অনুসরণ করতে হবে। এর অর্থ হল, আমাদের যীশুখ্রীষ্টর আদেশই মেনে চলতে হবে।

৬) একদিন, সদাপ্রভু যীশুখ্রীষ্ট পৃথিবীতে এসে এর বিচার করবেন। যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করে এবং তাতে আস্থা রাখে তারা স্বর্গে যাবে। আর যারা তাতে বিশ্বাস রাখে না তারা উদ্ধার পাবে না।

উদাহরণ ৩: ক্রুশচিহ্ন



অনুশীলনী:

- **ভাল ফসল ঘরে তুলতে চাইলে আমাদের কতটা পরিমাণ বীজ বপণ করতে হবে?**

<u>করিন্থীয় ২ ৯:৬</u> পড়ুন

ভাল ফসল ঘরে তোলার জন্য ঈশ্বরের বাণী অ ছড়িয়ে দিতে হবে।

কর্তব্যমূলক পদক্ষেপঃ

১) আপনার আয়নার ওপর সেইসমস্ত মানুষ এবং জায়গার নাম লিখে রাখুন যাতে আপনার উপাসনার কথা মনে থাকে।

২) এই সপ্তাহে আপনার তালিকা থেকে নিজের প্রামাণিক বিবৃতি এবং যীশুখ্রীষ্টের প্রামাণিক বিবৃতি সবাইকে শোনান।

১) সবার আগে ঈশ্বর স্বর্গ বানালেন আর বানালেন পৃথিবী। ঈশ্বর মানুষকে নিজের আদলে বানান। আর ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই দেখলেন, দেখলেন সবই খুব ভাল হয়েছে। <u>আদিপুস্তক ১:১, ২৭।</u> কাহিনীঃ <u>আদিপুস্তক ১,২।</u>

২) ঈশ্বর মানুষকে একটি উদ্যানে রাখলেন এবং একটি বিশেষ বৃক্ষের ফল খেতে না করলেন। মানুষ ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করল। এইভাবে পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করল আদমের মধ্য দিয়ে, আর মৃত্যু এল পাপের মধ্য দিয়, এই ভাবে মৃত্যু সব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল যেহেতু সব মানুষই পাপের ভাগী। <u>রোমীয় ৫:১২।</u> কাহিনীঃ <u>আদিপুস্তক ৩</u>

৩) ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসতেন বলে একটি পরিকল্পনা করলেন। মানুষ তার পাপস্খালনের জন্য বলিদান করবে, কিন্তু এ ছিল সাময়িক, ত্রুটিহীন বলিদান ছিল না। <u>হিব্রুদের কাছে পত্র ১০:১১,</u> কাহিনীঃ <u>লেবীয় পুস্তক ১৬</u>

৪) যীশু, ঈশ্বরের পুত্র, স্বর্গ থেকে এসে একটি ত্রুটিহীন জীবন কাটালেন। তিনি ঈশ্বরের আদেশ মানলেন এবং মানুষকে ভালবাসলেন ও সাহায্য করলেন। যীশু সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য ত্রুটিহীন বলি হতে এসেছিলেন। <u>যোহন ১:২৯।</u> কাহিনীঃ <u>লুক ২:১-৪০</u>

৫) যীশু ক্রুশে নিজের জীবন উৎসর্গ করে ত্রুটিহীন বলিস্বরূপ আমাদের কৃত পাপের মূল্য চোকান। ঈশ্বর এইভাবেই আমাদের প্রতি তার প্রেম প্রকাশ করেন, আমরা পাপী হওয়া সত্বেও যীশুখ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন। <u>রোমীয় ৫:৮।</u> কাহিনীঃ <u>লুক ২৩:১৮-৫৬</u>

৬) যীশু মারা গেলেন, তাকে সমাধি দেওয়া হল, আর তিন দিন পর তিনি তৃতীয় দিনে তিনি উত্থিত হলেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী এই সব কিছুই ঘটেছিল। <u>করিন্থীয়১ ১৫:৩-৫,</u> কাহিনীঃ <u>লুক ২৪:১-৩৫</u>

৭) যীশু স্বর্গে আরোহণ করলেন এবং একদিন তিনি আবার আসবেন। কারণ ঈশ্বর এই পৃথিবীকে এতটাই ভালবাসতেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিয়ে দেন, তাই যে তাতে আস্থা রাখবে সে ধ্বংস হবে না, বরং অমর হবে। <u>যোহন ৩:১৬,</u> কাহিনীঃ <u>যোহন ৩:১-২১</u>

আপনি কি তাঁজে অনুসরণ করেন?

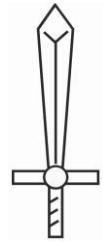
পর্যালোচনা: ঈশ্বরের লক্ষ্য কি? কিভাবে আমরা জমি তৈরী করব? কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করব?

৩ নম্বর ধাপ: শিষ্য তৈরি করুন

বীজ বপণের পর নতুন অঙ্কুর জন্মায়। নতুন নতুন ভক্ত তৈরী হবার পর আমাদের কাজ হবে তাদেরকে শিষ্য বানানো। কিভাবে সেটা করব?

তাঁর মহান আদেশে, মথি ২৮:১৮-২০, যীশু তার শিষ্যদের নতুন ভক্তদেরকে গিয়ে শেখাতে বললেন যাতে তার আদেশ তারা পালন করে। যীশুখ্রীষ্টর আদেশ বাইবেলে রয়েছে। বাইবেলই সর্বময় কর্তৃত্ব- আমাদের কাছে প্রভুর বাণী। প্রত্যেক নতুন শিষ্যের জানা উচিৎ কিভাবে বাইবেল পড়তে হয়।

তরবারি হল প্রস্তাবনামূলক বাইবেলের পদ্ধতি।



হিব্রুদের কাছে পত্র ৪:১২ এবং ইফিষীয় ৬:১৭ তে ঈশ্বরের বাণীকে তরবারি ছবি দিয়ে দেখানো রয়েছে। তরবারি হল একটি সরঞ্জাম যার ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের বাণীরও একটি উদ্দেশ্য আছে, তার অর্থ অনুধাবন করে আমাদের জীবনে তা প্রয়োগ করা। এই বাণীকে তরবারি হিসেবে ধরে নিয়ে নীচে সহজ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ভক্তদের ঈশ্বরের বাণী পড়তে, বুঝতে, প্রয়োগ করতে এবং শেখাতে সুবিধে হবে।

ধাপ ১

ভাল করে পড়ার জন্য একটি কোন গ্রন্থাশ বা গল্প বেছে নিন। হতে পারে কোন একটি পরিচ্ছেদ বা কয়েকটি স্তবক বা একটিই স্তবক। তরবারির ফলা আর হাতলের মাঝের আয়তাকার অংশটি হল গ্রন্থাংশ।

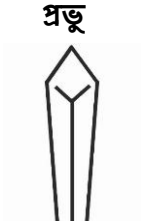
গ্রন্থাংশ

গ্রন্থাশ বাছার পর জিজ্ঞাসা করুনঃ "এই গ্রন্থাংশটি কি বলছে?" এই প্রশ্নটি অনেক কিছু বুঝতে সাহায্য করে। এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে পাঠক বা শ্রোতা গ্রন্থাংশটি বুঝেছে।

যোহন ৩:১৬

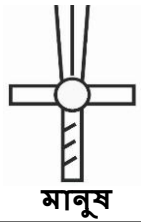
ধাপ ২

পরের ধাপ হল জিজ্ঞাসা করা,
“এই গ্রন্থাংশটি আমাদের প্রভু সম্পর্কে কি শেখায়?”
এই প্রশ্নটি বর্ণিত হয় ঊর্দ্ধমুখী একটি বড় তীরচিহ্ন দ্বারাঃ



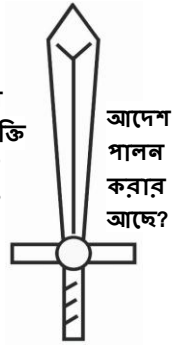
ধাপ ৩

পরের ধাপ হল জিজ্ঞাসা করা,
“এই গ্রন্থাংশটি আমাদের নিজেদের সম্পর্কে কি শেখায়?”
এই প্রশ্নটি বর্ণিত হয় নিম্নমুখী হাতলের দ্বারাঃ



ধাপ ৪

আরও প্রশ্ন করুন,
পাপের স্বীকারোক্তি করার আছে?
পালনযোগ্য আদেশ আছে?
কিছু গ্রন্থাংশে প্রতিশ্রুতি, উদাহরণ, স্তুতি, এবং উপাসনা থাকে, তাই আরো প্রশ্নও চাইলে করতে পারেন।
দাবী করার মত কোন প্রতিশ্রুতি আছে?
অনুসরণ করার মত কোন উদাহরণ আছে?



ধাপ ৫

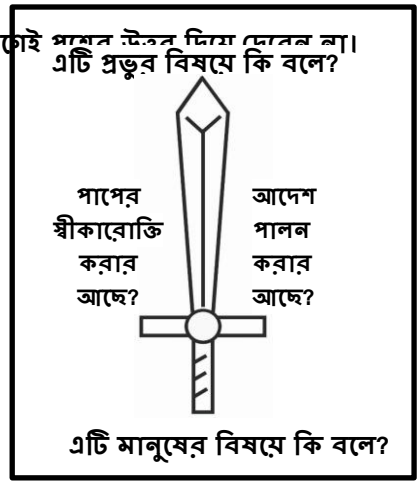
শেষতম ধাপটি হল, “কিভাবে আমি যা শিখেছি তা পালন করব?” তাহলেই ছবিটি সম্পূর্ন হয় এবং তরবারিটি ব্যবহারের যোগ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং আপাতত আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী অধ্যয়নের এবং তা প্রয়োগের একটি সরঞ্জাম আছে।

আমরা চাই শ্রোতা ঈশ্বরের বাণী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করুক, তাই তাদের

কথা বলার সুযোগ দিন। তাদের বলার আগেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবেন না।

পর্যালোচনা:
তরবারি পদ্ধতি কি?
এটি হল ভক্তদের সহজ উপায়ে ঈশ্বরের বাণী অধ্যয়নের উপায়।

এটি কি ভাবে কাজ করে?
একটি গ্রন্থাংশ বেছে নিন, তা সবার মাঝে পড়ুন, কিছু প্রশ্ন করে আলোচনা করুন, অর্থ উপলব্ধি করুন, এবং নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করুন।



এবার আমরা কোথা থেকে শুরু করব?
যে মৌলিক উপদেশটি প্রতিটি নতুন ভক্তের জানা উচিৎ ও পালন করা উচিৎ (শিষ্যচরিত ২:৩৭-৪৭, হিব্রুদের কাছে পত্র ৬:১-২)। যদিও যীশুখ্রীষ্ট যা যা কিছু বলে গেছেন তার সব কিছু পালন করা অসম্ভবপ্রায়, তাঁর অধিকাংশ আদেশকে এই সাতটি সরল শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যার নামঃ

যীশুখ্রীষ্টের প্রাথমিক আদেশাবলী

"তরবারি" ব্যবহার করে যীশুখ্রীষ্টের আদেশগুলি অধ্যয়ন করুন ও প্রয়োগ করুন।

১) অনুশোচনা কর এবং বিশ্বাস কর; মার্ক ১:১৫
   ক) কাহিনীঃ *পাপী মহিলার ক্ষমাপ্রাপ্তি*–লুক ৭:৩৬-৫০
২) বাপ্তিস্ম নাও, মথি ২৮:১৮-২০
   ক) কাহিনীঃ ফিলিপীয় কারারক্ষক–শিষ্যচরিত ১৬:২৫-৩৪
৩) প্রেম, মথি ২২:৩৪-৪০
   ক) কাহিনীঃ ভাল শমরীয়–লুক ১০:২৫-৩৭
৪) সদাপ্রভুর নৈশভোজ, করিন্থীয় ১, ১১:২৩-২৬
   ক) কাহিনীঃ সদাপ্রভুর নৈশভোজ–লুক ২২:১৪-২৩
৫) উপাসনা, যোহন ১৬:২৪
   ক) কাহিনীঃ সদাপ্রভুর উপাসনা–মথি ৬:৫-১৫
৬) দান কর, লুক ৬:৩৮
   ক) কাহিনীঃ গির্জা দান করে–শিষ্যচরিত ৪:৩২-৩৭
৭) যাও গিয়ে শিষ্য তৈরী কর, মথি ২৮:১৮-২০
   ক) কাহিনীঃ গির্জা দান করে–শিষ্যচরিত ১১:১৯-২৬

*www.mentorandmultiply.com এ জর্জ প্যাটারসনের রচনা থেকে গৃহীত।

শিষ্যচরিত ২:৩৭-৪৭ পড়ার সময় প্রথম গির্জা তৈরীর কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই সর্বপ্রথম শিষ্যরা এই আদেশাবলী পালন করছে।

শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭ বিশ্বাসীরা প্রায়ই একত্র হয়ে মনোযোগের সঙ্গে প্রেরিতদের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। বিশ্বাসীবর্গ নিজেদের মধ্যে সব কিছু ভাগ করে নিতেন এবং একই সঙ্গে আহার ও প্রার্থনা করতেন। প্রেরিতেরা অনেক অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজ করতে লাগলেন; প্রত্যেকের অন্তরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গভীর ভক্তি ছিল। বিশ্বাসীরা সকলে একসঙ্গে থাকতেন এবং সবকিছু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। তাঁরা তাঁদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে, যার যেমন প্রয়োজন সেই অনুসারে ভাগ করে নিতেন। তাঁরা প্রতিদিন মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে একত্রিত হতেন, একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তারা সেখানে যেতেন। তাঁরা তাঁদের বাড়িতে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে আনন্দের সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করতেন। বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতেন, আর সকলেই তাঁদের ভালোবাসতেন। প্রতিদিন অনেকে উদ্ধার লাভ করছিলেন আর যাঁরা উদ্ধার লাভ করছিলেন তাদেরকে প্রভু বিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত করতে থাকলেন।

অনুশীলনী:

- সাত জন করে একসাথে হোন।
- প্রত্যেকে সাতটি আদেশের এক একটি নিয়ে তরবারি পদ্ধতিতে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করবে।

নতুন ভক্তদের শুধুমাত্র এই সাতটি আদেশ শেখানোই নয়, তা *পালন করতে* শেখানোও সমান জরুরী।

অর্থাৎ এই আদেশাবলী শেখানোর সময় আমরা তাদের অনুগত হবার সুযোগ দেব।

- যদি তাদের বাপ্তিস্ম শেখাই,
  তাহলে বাপ্তিস্ম দিতে তৈরী থাকব।

- যদি দান করতে শেখাই,
  তাহলে দান গ্রহণ করতে তৈরী থাকব।

- যদি সদাপ্রভুর নৈশভোজ শেখাই,
  তাহলে সবাই মিলে সদাপ্রভুর নৈশভোজ খেতে তৈরী থাকব।

পদক্ষেপঃ
নতুন নতুন ভক্তদের জড়ো করুন।

তাদের তরবারি পদ্ধতিতে বাইবেল অধ্যয়ন শেখান।
তাদের সাতটি আদেশ পালন করতে শেখান।

পর্যালোচনাঃ

ঈশ্বরের লক্ষ্য কি? কিভাবে আমরা জমি তৈরী করব? কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করব? কিভাবে শিষ্য তৈরী করব?



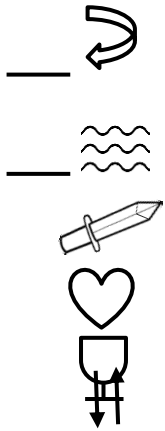
৩ নম্বর ধাপ: গির্জার শুরু

যেভাবে ফসল আটি বেধে রাখা হয় সেভাবেই আমরা শিষ্যদের গির্জায় জড়ো করি। শিষ্য তৈরী করার আদেশ প্রতিপালন করা হয় যখন আমরা তাদের গির্জায় জড়ো করি এবং প্রতিটি এমন জমায়েতকে একটি সার্থক গির্জায় রূপান্তরিত হতে সাহায্য করি।

গির্জা স্থাপন করার জন্য, সবার আগে এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখি।

বাইবেলে প্রথম গির্জার (জেরুসালেমের গির্জা) ছবি পাওয়া যায় শিষ্যচরিত ২:২৭-৪৭ এ। দেখুন কিভাবে তারা সাতটি আদেশাবলী পালন করেছিল।

কাহিনীঃ শিষ্যচরিত ২:২৭-৪৭ এই গির্জায় আমরা কি দেখি?



আয়াত ৩৮ "মন ফেরাও এবং বাপ্তাইজ হও..."
(সূক্ত ৪৪ "...বিশ্বাসীরা সকলে...")

আয়াত ৪১ "যাঁরা পিতরের কথা গ্রহণ করলেন, তাঁরা বাপ্তিস্ম নিলেন..."

আয়াত ৪২ "বিশ্বাসীরা প্রায়ই একত্র হয়ে মনোযোগের সঙ্গে প্রেরিতদের শিক্ষা গ্রহণ করতেন..."

আয়াত ৪২ "নিজেদের মধ্যে সব কিছু ভাগ করে নিতেন..."

আয়াত ৪২ "...এবং একই সঙ্গে আহার..."

আয়াত ৪২ "...ও প্রার্থনা করতেন।"

আয়াত ৪৫ "...তাঁদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে, যার যেমন প্রয়োজন সেই অনুসারে আয় ভাগ করে নিতেন।

আয়াত ৩৭ "এই কথা শুনে..."
(আয়াত ৪৭ "আর যাঁরা উদ্ধার লাভ করছিলেন তাদেরকে প্রভু বিশ্বাসীবর্গের সঙ্গে যুক্ত করতে থাকলেন।")

- **ওপরে আমরা গির্জায় পালিত সাতটি আদেশাবলী দেখলাম।**

- গির্জায় সুস্থ সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার জন্য পৃষ্ঠা ১৮ দেখুন।

সারা পৃথিবী জুড়ে গির্জার অংশ হওয়া অবশ্যই বিশেষ এক অধিকার, কিন্তু স্থানীয় ভাবে কোন গির্জায় অংশ নেওয়া, সে ৩ জনই হোক বা ৩০০০ জনই হোক, তাও কিন্তু আমাদেরই মুখ্য দায়িত্ব। (হিব্রুদের কাছে পত্র ১০:২৫)।

- গির্জা কিন্তু কোন স্থাপত্য নয়, বরং তা প্রভুর ভক্তদের জমায়েত যারা তাঁর লক্ষ্য পূরণ এবং মহিমা গাইবার জন্য একত্রিত হয়েছে।

একটি সুস্থ গির্জা পরিণত হবার সাথে সাথে তাতে আরো কিছু বাইবেলের চিহ্ন প্রকাশ পাবে। নববিধানে এই সমস্ত *সুস্থ পরিপূর্ণ গির্জার বৈশিষ্ট্য* বর্ণিত হয়েছেঃ

১ লক্ষ্যঃ প্রভুর মহিমা

হাবাকুক ২:১৪, মথি ২৪:১৪, প্রত্যাদেশ ৭:৯-১১

সব কিছুই প্রভুর মহিমার জন্য

২ কর্তৃত্বঃ পবিত্র আত্মা এবং ধর্মগ্রন্থ (এ দুইয়ে সর্বদা সম্মতি থাকে)

পবিত্র আত্মা-যোহন ১৪:২৬, যোহন ১৬:১২-১৫। *বাইবেল*- তিমথি২ ৩:১৫-১৭

৩ কার্যালয়ঃ বয়োবৃদ্ধ(গণ), পরিচারক(গণ), তত্ত্বধায়ক(গণ)

তাদের যোগ্যতা কি? তিমথি১ ৩, তীত ১

এগুলি মুখ্যত চরিত্রগত যোগ্যতা।

৪ পরিণত হবার চিহ্নঃ

১) সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষমঃ আমাদের ধর্মীয় নেতাদের "কথা মনে রাখলে" (হিব্রুদের কাছে পত্র ১৩:৭, ১৭), প্রতিটি গির্জা নিজেদের মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, শিষ্যচরিত ৬:২-৬এ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে প্রেরিতেরা স্থানীয় গোষ্ঠীর ভক্তদেরকে নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণের জন্য নেতা মনোনীত করতে বলেছেন।

২) অর্থ সংগ্রহ করতে এবং তা সামলে রাখতে সক্ষমঃ দু ভাবে প্রত্যেক ভক্ত দান করতে পারেঃ মথি ২৩:২৩, সামসঙ্গীত ৩৭:২৫, তিমথি১ ৩:৩

প্রত্যেক গির্জা দান করেঃ করিন্থীয়২ ৮:১-৪–সুস্থ গির্জা দান করে।

৩) বিচক্ষণতার সাথে ধর্মগ্রন্থ ব্যখ্যা ও শেখাতে সক্ষমঃ আমরা পরামর্শ নেব (প্রবচন ১১:১৪) এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে পড়ব, কিন্তু পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে সত্য উদ্ঘাটন করেন (যোহন ১৪:২৬)।

৪) বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা ব্যক্তির বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিটি ভক্তকে উৎসাহিত করতে সক্ষমঃ শিষ্যচরিত ১:৮-৬, মথি ২৮:১৮-২০

অনুশীলনী:

- ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বাইবেলের এক একটি অনুচ্ছেদ বেছে নিন।
- বাড়িতেই খ্রীষ্ট মণ্ডলীর আয়োজন করুন।

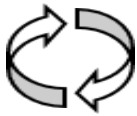
পদক্ষেপঃ

নতুন নতুন ভক্তদের জড়ো করুন।

বিশ্বাসীদের সেই সমস্ত খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে নিয়ে যান যারা নিয়মিত সাক্ষাৎ করে।

ওপরে আলোচিত বিধি অনুসরণ করে আলোচনা পরিচালিত করুন।

পর্যালোচনাঃ প্রভুর ইচ্ছা কি? কিভাবে আমরা জমি তৈরী করব? কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করব? কিভাবে শিষ্য তৈরী করব? কিভাবে নতুন খ্রীষ্ট মণ্ডলী শুরু করব?

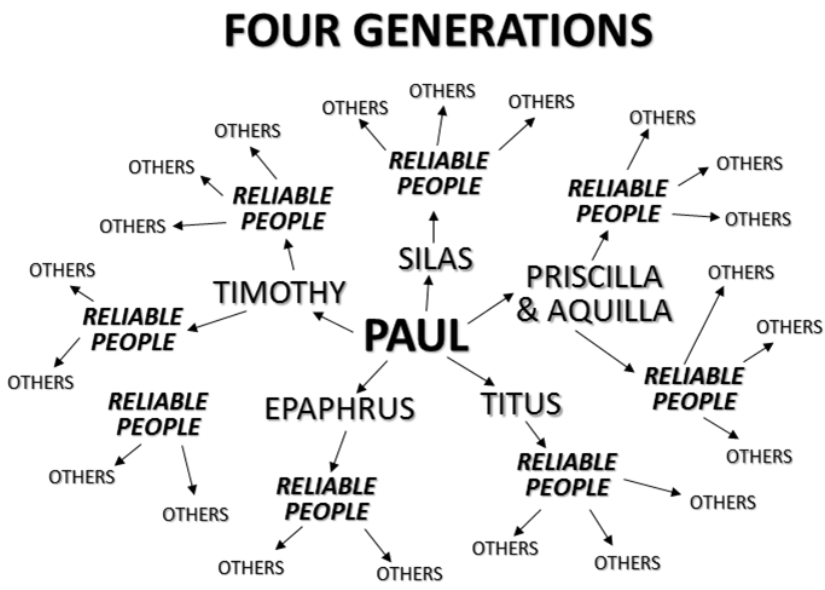


<u>৩ নম্বর ধাপ: নেতা তৈরী করুন</u>
ফসল তোলার পর কৃষক তা থেকে বীজ আলাদা করেন, কিছুটা খান আর কিছুটা সরিয়ে রাখেন পরের মরসুমে ফসল বোনার জন্য। যদি উনি পুরোটাই খেয়ে ফেলেন তাহলে পরেত মরসুমে আর কোন ফসল হবে না।

ঠিক একই ভাবে এই খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কিছু বিশ্বাসী ভক্ত এই পুরো প্রক্রিয়াটা নতুন জায়গা বা নতুন লোকেদের নিয়ে নতুন করে করবেন। এদেরকেই প্রভু কাজ করার জন্য ডাক পাঠিয়েছেন - শস্যক্ষেতের ক্ষেতমজুর।

<u>তিমথি২ ২:২</u> বলে কিভাবে নতুন মজুরদের তৈরী করতে হয়।

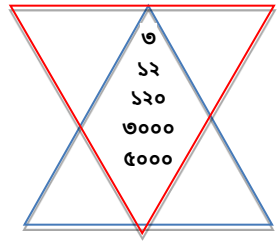
এই আয়াতে পৌল তিমথিকে যা শিখেছেন তাই অন্যান্য ভরসাযোগ্য মানুষকে শেখাতে উৎসাহিত করেছেন যারা আবার এর পরে অন্যদের শেখাতে পারবেন। নেতা হিসেবে এটাই আমাদের দায়িত্ব - আমরা তাদেরকে শেখাবো যারা আবার অন্যদের শেখাতে পারবে যারা আবার অন্যদের শেখাতে পারবে। শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া আমাদের সাথেই শেষ হয়ে যায় না। আমাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে হবে। নিষ্ঠাবান মানুষ খুজে পেতে আমরা সেই সব বিশ্বাসীদের মধ্যে সন্ধান করব যারা তারা যা শিখেছে সে ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। আমরা তাদেরকেই সময় দেব যারা "একে অপরের প্রতি নিষ্ঠাবান" এবং ফল লাভ করে। যীশুখ্রীষ্ট সম্মিলিত জনগণের সামনে বক্তব্য রাখলেও অধিকাংশ সময়টাই তার ১২ জন শিষ্যের



সাথে কাটাতেন। আরও কিছু বেশী সময় কাটাতেন ওই গোষ্ঠী বিশেষ তিনজন শিষ্যের সাথে। এই তিনজন প্রভু যীশু যেখানেই যেতেন সেখানেই তার সাথে যেতেন। যীশুখ্রীষ্ট তার নিজের জীবনের নির্যাস এই তিনজনের মধ্যে উপুড় করে দিয়েছিলেন, আমাদেরও তাই করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

যীশুখ্রীষ্টের অনুগামী

যীশুখ্রীষ্টের সময়



তাদেরকে শিক্ষা দেবার সাথে সাথে সেই কার্য নির্বাহের জন্য তাদের ক্ষমতাও দিতে হবে, নিজেদের কাছে কর্তৃত্ব আর ক্ষমতা ধরে রাখলে হবে না। যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের যাজকতার কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন (লুক ৯-১০)। মথি ২৮:৮-২০ তে তিনি তার শিষ্যদের তাঁর আদেশাবলী সম্পূর্ন করার কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। নতুন বিশ্বাসী এবং নেতাদের দায়িত্ব এবং কর্তৃত্ব দিলে তা শস্যে সার দেবার মত কাজ করে, শস্যের বাড় ভাল হয় এবং তারা শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে। আমরা শিষ্যদের মজবুত ভাবে বৃদ্ধি পাবার জন্য কাজ করব।

যীশুখ্রীষ্ট তার শিষ্যদেরকে সময় দেন ও তাদের ক্ষমতা দেন, আমরাও তাই করব।
কাহিনীঃ যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেন - যোহন ১৩:১-১৭।

অনুশীলনী:

- শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছোট ছোট দল তৈরী করুন। প্রত্যেক দলের কোন একজন আসবে এবং তার শিক্ষক তার পা ধুইয়ে দেবে। তারপর তারা নিজের নিজের দলে ফিরে গিয়ে দলের বাকিদের পা ধুইয়ে দেবে।

এই কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করার জন্য নিষ্ঠাবান পুরুষ ও মহিলার সন্ধান করুন। যদি আমরা তাদের আমাদের নিজেদের জ্ঞানটুকু দিয়ে, তাদের দায়িত্ব দিয়ে সেই সমস্ত কর্তব্য পালনের কর্তৃত্ব দিয়ে জনগণের মধ্যে পাঠাই, এবং বিশ্বাস রাখি যে পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে কাজ করবেন, তাহলে আমরা তাদের প্রভুর ফসল শস্যক্ষেতের মজুর হয়ে উঠতে দেখতে পাব।

পদক্ষেপঃ

১) আপনার তালিকাভুক্ত শিষ্যদের থেকে নেতার বানানোর জন্য পরিকল্পনা করুন।
২) তাদের সহায়কগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষিত করতে এবং সেই মত ক্ষমতা দিতে অঙ্গীকার করুন।
৩) যোহন ১৩ অনুসারে তাদের পা ধুইয়ে দিন।

পর্যালোচনাঃ প্রভুর ইচ্ছা কি? কিভাবে আমরা জমি তৈরী করব? কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাণী প্রচার করব? কিভাবে শিষ্য তৈরী করব? কিভাবে নতুন খ্রীষ্ট মণ্ডলী শুরু করব? কিভাবে নেতা তৈরী করব?

যীশুখ্রীষ্টের প্রাথমিক আদেশাবলী অনুসারে

সূচনা

১) সৃষ্টি
আদিপুস্তক ১-২

২) অবাধ্যতা
আদিপুস্তক ৩

৩) অব্রাম
আদিপুস্তক ১২:১-৭, ১৫:১-৬

৪) অব্রাম এবং ৩ অতিথি
আদিপুস্তক ১৮:১-১৬, ২০:১-৩

উদ্ধার

৫) যোশেফ বিক্রি হয়ে কারাগারে গেলেন
আদিপুস্তক ২৫:২১-২৬, ৩৭:৩-৩৬, ৩৯:১-২০

৬) যোশেফ রাজার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করলেন
আদিপুস্তক ৩৯:২০-২৩, ৪০-৪১

৭) যোশেফ খরা এবং পরিবার
আদিপুস্তক ৪১:৫৫-৫৭, ৪২:১-১৩২, ৪৫:১-১২

৮) মোশী
যাত্রাপুস্তক ১:১-১২, ১৯:১-২৫, ২০:২০

রাজা এবং নবীগণ

৯) দায়ুদ রাজা
শমূয়েল১ ১৬:১-১৩, শমূয়েল২ ৫:৪, ৭:১-২৮

১০) দায়ুদ ও বতশেবা
শমূয়েল২ ১১

১১) নাথনের কাহিনী
শমূয়েল২ ১২:১-২৪

১২) এলিয়
রাজাবলি১ ৪:১, ১১:৩৩, ১৬:২৯, ১৭:১, ১৮:১-৪৫

১৩) প্রতিশ্রুতি
রাজাবলি২ ১৫:১৭, ২৭, ২৮, ১৭:৩-২৩,
ইসাইয়া ৯:৬-৯, ৪৯:৫-৬, ৫৩:২-১১

যীশুর জীবন

১৪) জন্ম
মথি ১:১৮-২৫, ২:১, লুক ২:২১-৪০

১৫) যীশুর বাপ্তাইজম
লুক ৩:২-২২

১৬) যীশু পক্ষাঘাতীকে নিরাময় করছেন
মার্ক ২:২-১২

যীশুর জীবন এগিয়ে চলে

১৭) ভূতে পাওয়া ব্যক্তি
মার্ক ৫:১-২০

১৮) রক্তস্রাবী স্ত্রীলোক
লুক ৮:৪৩-৪৮

১৯) আশ্বাস
যোহন ৪:১৭-৩৯

২০) হারিয়ে যাওয়া পুত্রের কাহিনী
লুক ১৫:১১-৩২

২১) দৃষ্টি
লুক ১৮:১৫-১৭, ১৮:৩১-৪৩

২২) সঙ্কেত
লুক ১৯:১-১১

যীশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান

২৩) বিজয়সূচক প্রবেশ
লুক ১৯:২৮-৪৮

২৪) শেষ নৈশভোজ
লুক ২২:১-৫, যোহন ১৩:৩-১৬, লুক ২২:১৬-২৩

২৫) গ্রেপ্তার এবং বিচার
মথি ২৬:৩৬-৬৭, ২৭:১-২৬

২৬) প্রাণদণ্ড
লুক ২৩:৩২-৫৬

২৭) জীবিত!
লুক ২৪:১-১২, ২৪:২৬-৫০, শিষ্যচরিত ১:১০-১১

২৮) যীশুই প্রভু
যোহন ১:১-১৮

যীশুর অনুগামী

২৯) প্রভুর আত্মা
শিষ্যচরিত ১:৪-৯, ২:১-৪৭

৩০) আফ্রিকানিবাসী
শিষ্যচরিত ৮:৪-৫, ৮:২৬-৪০

৩১) কারাগাররক্ষি
শিষ্যচরিত ১৬:১৩-৪০

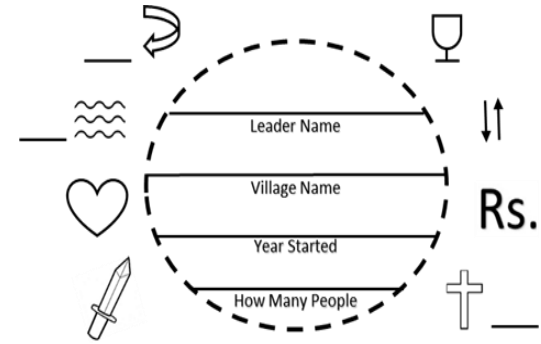
৩৩) প্রত্যাবর্তন
শিষ্যচরিত ১৭:১-১০, থিষলনীকীয়১ ২:১৭-১৮,
থিষলনীকীয়১ ৩:২-১০, ৪:১৬-১৭

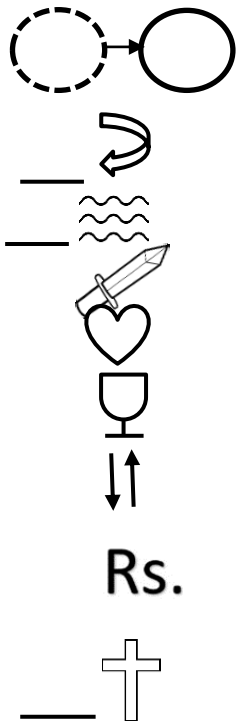
গির্জার সঙ্গে সংযুক্তিকরণের সুস্থ প্রক্রিয়া

পদক্ষেপঃ

১) দুই কিচার জনের দলে ভাগ হোন।

২) এমনভাবে চর্চা করুন যেন আপনার গির্জা বা বাড়ির খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কেউ উপস্থিত রয়েছেন।





বাড়ির খ্রীষ্ট মণ্ডলী গির্জায় পরিণত হয় যখন এই ফুটকি চিহ্ন একটানা রেখায় পরিণত হয়।

শেষবার জড়ো হবার পর থেকে কত জন নতুন ভক্ত অনুতপ্ত হয়েছেন এবং বিশ্বাসে ফিরেছেন?

শেষবার জড়ো হবার পর থেকে কতজন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন? কে দিয়েছেন বাপ্তিস্ম?

সাম্প্রতিক খ্রীষ্ট মণ্ডলীগুলিতে আপনি কি শেখাচ্ছিলেন এবং প্রচার করছিলেন?

এই মণ্ডলীতে কি সবাই পরস্পরের প্রতি প্রেম আছে?

ভক্তদের মধ্যে কি কোন উদ্বেগ রয়েছে?

এই খ্রীষ্ট মণ্ডলী কি তাদের সাক্ষাৎস্থলে সদাপ্রভুর নৈশভোগ চর্চা করেছে?

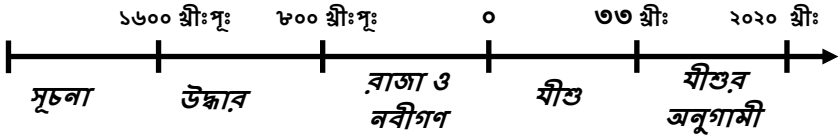
আপনি কি জননেতা হিসেবে অনুশীলন করছেন?

আপনি কি খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে এক অপরের জন্য উপাসনা করতে সাহায্য করছেন?

এই খ্রীষ্ট মণ্ডলী কি দশমাংশ খাজনা বা দান দিচ্ছে?

আপনি কি এই অর্থ সৎভাবে এবং বিবেচনার সাথে কাজে লাগাচ্ছেন?

শেষবার জড়ো হবার পর থেকে কতবার খ্রীষ্ট মণ্ডলীর সভ্যরা ঈশ্বরের
বাণী আলোচনা করেছেন?



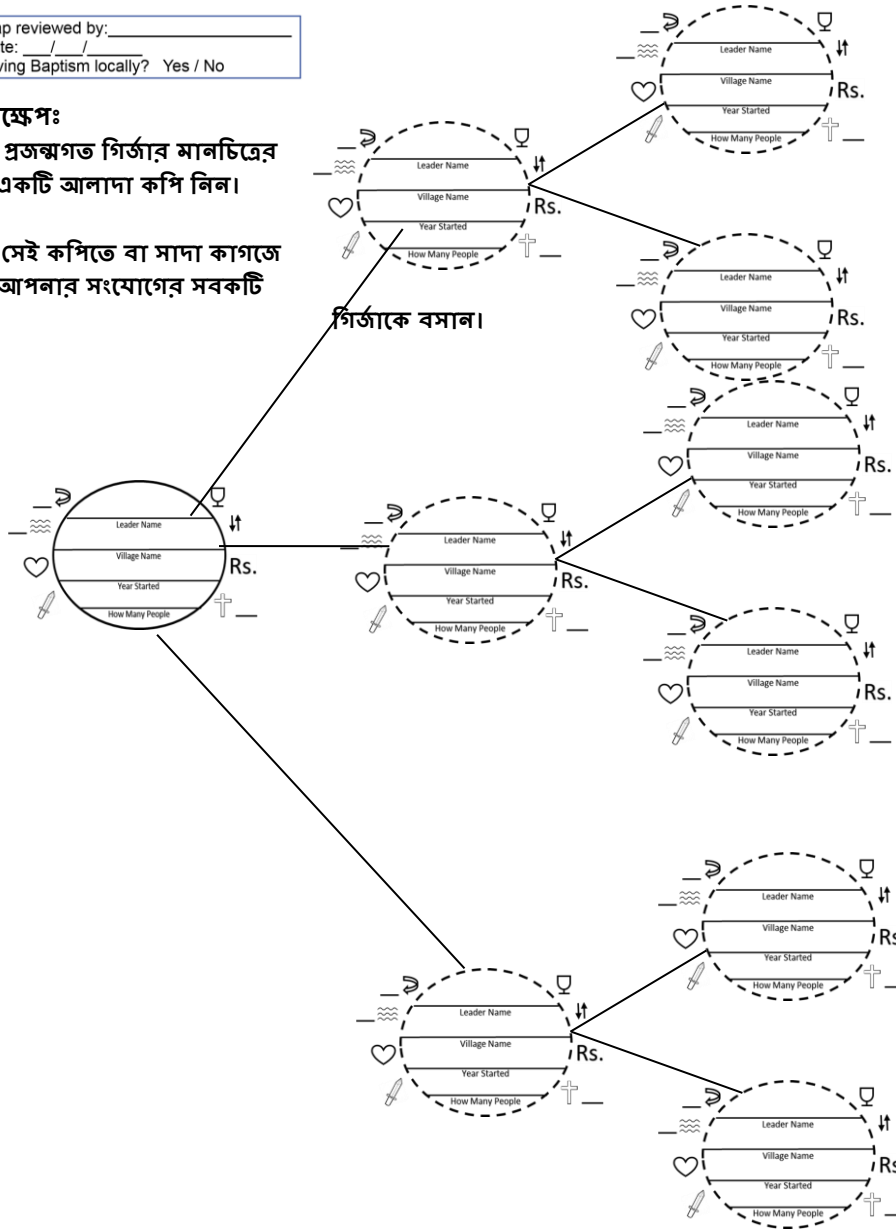
প্রজন্মগত গির্জার মানচিত্রের উদাহরণ

Map reviewed by:_____
Date: ___/___/_____
Giving Baptism locally? Yes / No

পদক্ষেপঃ

১) **প্রজন্মগত গির্জার মানচিত্রের একটি আলাদা কপি নিন।**

২) **সেই কপিতে বা সাদা কাগজে আপনার সংযোগের সবকটি গির্জাকে বসান।**



NOTES:

NOTES:

NOTES: